Training Module on

Women's Cooperative Management

(নারী সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা)

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

প্রথম সংস্করণ :

জানুয়ারি মাস, ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ

সময়কাল : ১ দিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মামুন-উর-রশিদ, সমন্বয়কারী, বাদাবন সংঘ

ফারিহা জেসমিন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার

মো: তানভীর মোল্লা, এমআইএস অফিসার, বাদাবন সংঘ

ইপসিতা ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, বাদাবন সংঘ

নুসরাত জাহান দোলা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, বাদাবন সংঘ

মো: ইমরুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, বাদাবন সংঘ

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	০৪
প্রশিক্ষণ সহয়িকা সম্পর্কে ধারণা	০৫
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি	০৫
বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা	০৬
প্রশিক্ষণের বিষয়	০৬
প্রতিটি অধিবেশন	০৭
পদ্ধতি ও উপকরণ	০৭
প্রশিক্ষণের সময়সূচী	০৮
অধিবেশন - ০১	০৯
অধিবেশন - ০২	১১
অধিবেশন - ০৩	১৩
অধিবেশন - ০৪	১৬
সমাপনী অধিবেশন	১৭

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসনের জন্য এদেশের মানুষ ছিল চরম দারিদ্রতার শিকার। এদেশে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য সাম্য, সামাজিক ন্যায় বিচার আর মানবিক মর্যাদার আকাঙ্খা দীর্ঘদিনের। আর্থ সামাজিক অনেক ক্ষেত্রে এদেশের মানুষ প্রভূত সাফল্যের পরও এদেশের অনেক মানুষ বিশেষ করে নারীরা এখনো দারিদ্রতার শিকার। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং নারীরা তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে পারছে না। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য তাদের একত্রিত বা সংগঠিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

সমবায় সমিতি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যা একদল সদস্য তাদের সম্মেলিত কল্যাণের জন্য পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী তাদের সমবায় পরিচিতি নির্দেশিকায় সমবায়ের সংজ্ঞা দিয়েছে এই ভাবে- সমবায় সমিতি হলো সমমনা, সমপেশা মানুষের স্বেচ্ছাসেবকমূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন, যা নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে সমবায়ের আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮২১ সালে রবার্ট ওয়েন ইংল্যান্ডের নিউ লানার্ক শহর ও তার আশেপাশের শ্রমিকদের সংগঠিত করে সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। রবার্ট ওয়েন যেহেতু আধুনিক সমবায়ের কাঠামোগত ভিত রচনা করেছিলেন তাই তাকে আধুনিক সমবায়ের জনক আখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমবায়ের আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৪ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারের নিকটবর্তী রচলেড নামক একটি ছোট শহরে। পরে শুধু ইংল্যান্ডেই এক হাজারের বেশি সমবায় প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপ-মহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায়ের আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৭৫ সালে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল কৃষি ঋণের অভাব, মহাজনী ঋণের চক্রবৃদ্ধিজনিত উচ্চ সুদের হার ইত্যাদি। এ প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের সুপারিশ মতে এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে "সমবায় ঋণদান সমিতি আইন-১৯০৪" জারী করেন এবং তদানীন্তন ভারত সরকার পুনরায় নতুন করে সমবায় সমিতি আইন ১৯১২ জারী করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক এ অঞ্চলের সমবায়গুলোকে কৃষি ঋণ দেওয়া শুরু করে। ১৯৫৬ সালে ড. আখতার হামিদ খান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে **"পাকিস্তান পল্লি উন্নয়ন একাডেমী"** প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে **"বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমী"** তে রুপান্তর করা হয়। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন **"আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংস্থার"** সদস্যপদ লাভ করে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক মুক্তি এনে দেওয়াই সমবায়ের লক্ষ্য। সমবায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এবং 'একতাই বল'।

এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদের একত্রীকরণ, সংগঠন তৈরি বা সমবায় সমিতি গঠনের কোন বিকল্প নেই। সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শক্তিকে এক করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ তৈরি করে। সেই বিষয়কে সামনে রেখে সংগঠন তৈরি, নারী সমবায় সমিতি গঠন বিষয়ক এই মডিউল। প্রত্যাশা করা যায় এই মডিউল ব্যবহার করে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীরা সকলে উপকৃত হবেন।

প্রশিক্ষণ সহায়িকা সম্পর্কে ধারণা

সহায়িকা/মডিউলের ব্যবহারবিধি:

এই সহায়িকাটি বাদাবন সংঘ'র মাঠ পর্যায়ের দলভুক্ত উপকারভোগী, নারী কৃষক, নেটওয়ার্ক সদস্য ও গ্রুপ সদস্যদের জন্য প্রণীত হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রশিক্ষক এই সহায়িকাটি ভালোভাবে পরবেন এবং বুঝবেন। কারণ, প্রশিক্ষককে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই সহায়িকাটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা আবশ্যক।

প্রশিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক:

- প্রশিক্ষক প্রথমে সহায়িকাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে পরবেন এবং ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখবেন।
- যেখানে বুঝতে সমস্যা হবে, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বিষয়গুলো আলোচনা করে পরিষ্কার হবেন।
- সহায়িকাটি ভালোভাবে আত্মস্থ করা। এখানে বিষয়বস্তুর বিষদ বর্ণনা রয়েছে যা আত্মস্থ করতে পারলে প্রশিক্ষণ পরিচালনা সহজ হবে।
- প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে পরিচালনা প্রক্রিয়া ভালোভাবে জানতে হবে। অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি দেখে অধিবেশন পরিচালনা করা শোভনীয় নয়।
- অধিবেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা, হাতের কাছে রাখা এবং অধিবেশন শেষে গুছিয়ে রাখা।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি

সহায়িকা/মডিউলের ব্যবহারবিধি:

প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু করবে। প্রশিক্ষক বাদাবন সংঘ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। বাদাবন সংঘ নারীদের সংগঠন, নারীদের অধিকার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের এই প্রশিক্ষণটি নারী সমবায় সমিতি গঠন, সমিতির সদস্যদের নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা এবং সমিতির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল অংশগ্রহণকারীদের জীবনে একটি সুস্থ্য ও নিরাপদ জীবনযাপনের ভিত্তি স্থাপন করতে সহায়তা করবে।

বাদাবন সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো শিখবো-

- **সমবায় সমিতি কি:** প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারবেন সমবায় সমিতি কি?
- **সমবায় সমিতি গঠন প্রক্রিয়া:** প্রশিক্ষণার্থীরা সমবায় সমিতির গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তার ধারণা লাভ করবে।
- **ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া:** উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- **হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি:** প্রশিক্ষণার্থীরা সমবায় সমিতির হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পারবেন।
- **দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়:** সদস্যরা সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- **ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি:** সমবায় সমিতির ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি ও প্রণয়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা

প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জানান, কারণ তারা নারী সমবায় সমিতি গঠন, ব্যবস্থপনা ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে এবং নিজেদের মতামত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলবে। এরপর প্রশিক্ষক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের সহজভাবে বোঝাবেন বাদাবন সংঘ কেন এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে?

প্রশিক্ষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করার কারণ উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন বাদাবন সংঘ নারীদের সংগঠন, নারীদের অধিকার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি মূলত নারীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। সংগঠনটি নারী সদস্য এবং গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে থাকে। এরপর প্রশিক্ষক সমবায় সমিতি গঠন, সমিতি গঠনের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা দিবেন। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদের একত্রীকরণ, সংগঠন তৈরি বা সমবায় সমিতি গঠনের কোন বিকল্প নেই। সমবায় সমিতি গঠন ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শক্তিকে এক করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতির সাথে এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব, আর্থিক সচ্ছলতা ও বেকার লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, সঞ্চয়ে উৎসাহিত হবে এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আপনার বক্তব্যে উল্লেখ করুন যে, বাদাবন সংঘ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ তথা সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সংরক্ষণ, আর্থিক সচ্ছলতার উপায় ও সংগঠন তৈরি বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে বলতে পারেন-

- নারী সমবায় সমিতি গঠন ও এর উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করা।
- স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সচ্ছল কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন করা।
- একটি সংগঠন গঠনের ধাপসমূহ ও টিকিয়ে রাখার পদ্ধতি এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি বা সংগঠন তৈরি গুরুত্বপূর্ণ কেনো সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের বিষয়

বাদাবন সংঘ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে নারী সমবায় সমিতি গঠন, ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তার আলোচনা করা হবে। যার মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন এবং তারা সমবায় সমিতি গঠন প্রক্রিয়া, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সমিতি গঠনের ফলে কীভাবে উপকৃত হবে সেই সম্পর্কে ধারণা অর্জন ও জ্ঞান লাভ করবে বলে আশাবাদি।

বাদাবন সংঘ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো হলো:

- সমবায় সমিতি কি? সমবায় সমিতির গুরুত্ব।
- সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সমবায় সমিতির ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পদ্ধতি।
- সমবায়ের মূলমন্ত্র 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এবং 'একতাই বল'।
- সমবায় সমিতি গঠন কীভাবে সকলের মধ্যে সাম্য, সমান অবস্থান ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
- সমবায় সমিতির হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি।
- সমবায় সমিতির দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়।

প্রতিটি অধিবেশন

- পর্বভিত্তিক করে সাজানো হয়েছে, যার সাথে প্রতিটি অধিবেশন কীভাবে পরিচালনা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
- অধিবেশনের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশিক্ষক ইচ্ছা করলে নিজের মতো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবেন।
- অধিবেশনের সহায়ক তথ্য অংশটুকু প্রশিক্ষককে ভালোভাবে জানতে, বুঝতে এবং মনে রাখতে হবে।
- প্রতিটি অধিবেশনে বিভিন্ন খেলা অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত প্রশিক্ষণার্থীদের বোঝানোর জন্য সাজানো হয়েছে। বিষয়বস্তু উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ননার মাধ্যমে বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
- মডিউলটি ভালোভাবে আত্মস্থ করবেন। কারণ এখানে বিষয়বস্তুর বিশদ বর্ণনা রয়েছে যা আত্মস্থ করতে পারলে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা অনেকটা সহজ হবে।
- প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে পরিচালনা প্রক্রিয়া ভালোভাবে জানতে হবে। অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি দেখে অধিবেশন পরিচালনা করা শোভনীয় নয়।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা কেবল মাত্র আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দিবার পথ তৈরি করছি না, সাথে পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ নিশ্চিত করছি। একটি সুস্থ, সচেতন এবং টেকসই সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনে রাখবেন সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

পদ্ধতি ও উপকরণ

এই প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। তবে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন পদ্ধতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হবে এবং যে উপকরণগুলো ব্যবহার করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

অধিবেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- বক্তৃতা ও দলীয় আলোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- প্রশ্নোত্তর পর্ব
- দলগত কাজ ও দলগত খেলা
- রোল প্লে/অভিনয়

অধিবেশন পরিচালনার উপকরণসমূহ

- বোর্ড
- পোস্টার পেপার, আর্ট পেপার
- ভিপ কার্ড, ফ্লিপচার্ট, মাস্কিং টেপ
- মার্কার, কলম, সিগনেচার পেন
- বেলুন ইত্যাদি

প্রশিক্ষণের সময়সূচী

অধিবেশন নং	সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
অধিবেশন-১	১০:০০- ১০:৩০	- জাতীয় সংগীত, সভার উদ্বোধন, পরিচয় পর্ব, প্রত্যাশা ও বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	উদ্বোধনী বক্তৃতা, জড়তা বিমোচন ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন।	বক্তৃতা, ছোট দলে আলোচনা।	মাল্টি বোর্ড, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ভিপকার্ড।	
চা বিরতি - (সকাল ১০:৩০ – ১১:০০)						
অধিবেশন-২	১১:০০- ১২:০০	- সমবায় সমিতি কি? - সমবায় সমিতির গুরুত্ব। - খেলা।	সমবায় সমিতি কি, সমিতির গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন। দলগত খেলা।	বক্তৃতা, আলোচনা ও খেলা।	ফ্লিপচার্ট, মার্কার, কলম পোস্টার পেপার, বেলুন।	
অধিবেশন-৩	১২:০০- ১৩:০০	- সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। - রেজিষ্টার সমূহ ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি।	সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা, কর্মপরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমবায় সমিতির রেজিষ্টার সমূহ ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন।	বক্তৃতা, আলোচনা, দলগত কাজ।	ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার।	
দুপুরের খাবার বিরতি - (১৩:০০ - ১৪:০০)						
অধিবেশন-৪	১৪:০০- ১৫:০০	- সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব। - সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়।	সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব কেন তৈরি হয় এবং সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারবে।	বক্তৃতা, আলোচনা।	বোর্ড, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার।	
সমাপনী অধিবেশন	১৫:০০- ১৫:৩০	- প্রশিক্ষণের জ্ঞান যাচাই এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি।	অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণে জ্ঞান যাচাই মূলক পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন, তাদের অর্জন সম্পর্কে বলবেন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত প্রদান করবেন।	আলোচনা, প্রশ্নপর্ব ও মূল্যায়ন।	ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মূল্যায়ন ফর্ম।	

অধিবেশন - ০১

জাতীয় সংগীত, প্রশিক্ষণের উদ্বোধন, পরিচয় পর্ব, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা এবং বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান

উদ্দেশ্য :

এটি শুরুর অধিবেশন, এই অধিবেশনে অংশ-গ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো ও বাদাবন সংঘ'র কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো। প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ তৈরি করে প্রশিক্ষণটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা।

- একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সহায়ক নিয়মাবলি ও করণীয়সমূহ নির্ধারণ করতে পারবেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে -
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়াছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।

পদ্ধতি : বক্তৃতা

প্রশিক্ষক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করবেন। তিনি বাদাবন সংঘ সম্পর্কে ধারণা দিবেন। বাদাবন সংঘ নারীদের সংগঠন, নারীদের অধিকার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এরপর সহায়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত সবাইকে প্রশিক্ষণে মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করবেন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করবেন।

সহায়কের জন্য নোট :

- নমুনা অনুযায়ী 'রেজিস্ট্রেশন ফরম, হাজিরা সিট ও অন্যান্য জিনিসগুলো' আগে থেকেই তৈরি রাখুন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে কমপক্ষে ১ ঘন্টা আগে উপস্থিত হোন, কক্ষে যেন কোন ময়লা বা পরিত্যক্ত জিনিস না থাকে তা নিশ্চিত করুন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষ সুন্দর করে গুছিয়ে ফেলুন। বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করুন যাতে সকলে আপনার কথা শুনতে পারে।
- উদ্দেশ্য ব্রাউন পেপারে লিখে রাখুন এবং পেপারে লেখা উদ্দেশ্য ব্যবহার করুন।
- যখন প্রশিক্ষণার্থীরা আসতে শুরু করবেন, তখন আপনি নিজে তাদের এগিয়ে এনে বসান, কুশলাদি করুন এবং হাসিমুখে তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে আহ্বান জানান।
- প্রশিক্ষণটি অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। অংশগ্রহণকারীদেরকে অংশগ্রহণ করানোর বিষয় সর্বদা দৃষ্টি দিন এবং তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং দলীয় কাজে অংশগ্রহণকারীদের সাথে থাকুন।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন নিম্নস্বরে বা হালকাভাবে কথা বলুন, কখনো উত্তেজিত হবেন না।
- সহজভাবে কথা বলুন, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা, স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করুন এবং নিশ্চিত হন সকলে আপনার কথা বুঝতে পারছে।

প্রক্রিয়া :

অংশগ্রহণকারীগণ অনেকে হয়তো অনেকের সাথে ভালভাবে পরিচয়ের সুযোগ পায়নি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে ভালভাবে/বন্ধুর মত পরিচিত হবো। এক বন্ধু যেমন অন্য বন্ধুর সাথে নিজের দুঃখ কষ্ট শেয়ার করে, আনন্দ বেদনা ভাগাভাগি করে তেমনিভাবে আমরাও এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করবো। এসময় সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের গোল হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই একজন বন্ধু নির্বাচনের জন্য অনুরোধ করবেন। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়ক বলবেন যিনি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন তার পাশে দাঁড়াবেন। এসময় অংশগ্রহণকারীগণ গোল হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বন্ধু নির্বাচন করবেন এবং এক বন্ধু অন্য বন্ধুর পাশাপাশি দাঁড়াবেন। সহায়ক এ পর্যায়ে বলবেন আমরা এখন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে নিজের নাম, মৌজার নাম, কমিটিতে নিজের পদবী, নিজের ছেলেমেয়েদের বিষয়ে কথা বলতে বলবেন। এই কথা বলা পর্ব শেষ হলে একে একে সকলকে ডেকে সহায়ক এক বন্ধু অন্য বন্ধুর পরিচয় তুলে ধরতে বলবেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনার পূর্বে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন আমরা এখানে কেন এসেছি? তারা যে উত্তর দেন তার সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন। এরপর পূর্বে তৈরি করা পোস্টার পেপারে পর্যায়ক্রমে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা :

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা কি কি জানতে চান। এবার তাদেরকে একটি করে ভিপকার্ড ও মার্কার সরবরাহ করবেন এবং বলবেন এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা যে বিষয়গুলো জানতে চান তা ভিপকার্ডে লিখতে এবং সময় দিবেন পাঁচ মিনিট। লেখা হয়ে গেলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করবেন এবং তাদের পড়ে শোনাবেন। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এবার প্রত্যাশাগুলোকে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিতে বিভক্ত করবেন। যদি নতুন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় প্রত্যাশা হিসেবে এসে থাকে তবে তা প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করবেন। সর্বশেষ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো তুলে ধরবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন। পরবর্তীতে ভিপকার্ডগুলো ব্রাউন পেপারে আঠা দিয়ে লাগিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখবেন।

অধিবেশন - ০২

সমবায় সমিতি কি? সমবায় সমিতি গঠন প্রক্রিয়া এবং গুরুত্ব

অধিবেশনের বিষয় :

- সমবায় সমিতি কি?
- সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব।

পদ্ধতি : আলোচনাপর্ব, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও খেলা

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন সমবায় সমিতি বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের দেশে কি কি ধরণের সমবায় সমিতি হতে পারে? সমবায় সমিতি গঠন করা কেনো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ?

অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত প্রদান করলে সহায়ক সেগুলো নোট করুন, সহায়ক ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা মতামতের সাথে আরো তথ্য যোগ করতে পারেন। অধিবেশন চলাকালীন বা অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের উক্ত বিষয়ে আরো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

সমবায় সমিতি কি? সমবায় সমিতির সংজ্ঞা :

সমবায়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় মানব সভ্যতা বিকাশের আদিকাল থেকে যখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত এবং সংঘবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত। মানুষের এই সহজাত সহযোগিতা সম্প্রীতি একতাবদ্ধতার প্রয়াস পরবর্তীতে সমবায়ের সূত্রপাত ঘটায়। সমবায় সমিতি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যা একদল সদস্য তাদের সম্মেলিত কল্যাণের জন্য পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী তাদের সমবায় পরিচিতি নির্দেশিকায় সমবায়ের সংজ্ঞা দিয়েছে এই ভাবে- সমবায় সমিতি হলো সমমনা, সমপেশা মানুষের স্বেচ্ছাসেবকমূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন, যা নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। বাংলাদেশে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে- সমশ্রেণী বা সমপেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি একে অপরের সাহায্যে নিজেদের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে সমবায় আইনের অধীনে যদি কোন নিবন্ধিত ব্যবসা সংস্থা ও সংগঠন পরিচালিত করে তাকে সমবায় বলে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদের একত্রীকরণ, সংগঠন তৈরি বা সমবায় সমিতি গঠনের কোন বিকল্প নেই। ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক মুক্তি এনে দেওয়াই সমবায়ের লক্ষ্য। সমবায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এবং 'একতাই বল'। সমবায় সমিতি গঠন ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শক্তিকে এক করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতির সাথে এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়, আর্থিক সচ্ছলতা আনা যায়, বেকার লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, সঞ্চয়ে উৎসাহি হবে এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমবায় সমিতির ধরণ ও প্রকারভেদ :

১. কৃষি বা কৃষক সমবায় সমিতি।
২. মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি।
৩. শ্রমজীবী সমবায় সমিতি।
৪. মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি।
৫. তাঁতি সমবায় সমিতি।
৬. ভূমিহীণ সমবায় সমিতি (সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ ৪০শতক)
৭. বিত্তহীণ সমবায় সমিতি।
৮. মহিলা সমবায় সমিতি।
৯. চালক সমবায় সমিতি (বিভিন্ন ধরনের মটর চালক)।
১০. হকার্স সমবায় সমিতি।
১১. পরিবহন মালিক, শ্রমিক সমবায় সমিতি।
১২. কর্মচারী সমবায় সমিতি।
১৩. দুগ্ধ সমবায় সমিতি।
১৪. মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি।
১৫. যুব সমবায় সমিতি (১৮ থেকে ৩৫ বছর)।
১৬. গৃহায়ন সমবায় সমিতি।
১৭. ফ্লাট মালিক সমবায় সমিতি।
১৮. দোকান মালিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি।

সমবায় সমিতি গঠনের গুরুত্ব :

- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সমন্বয়ে যে মূলধন গঠিত হয় তা উৎপাদনমূখী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সাহায্য করে।
- নারী নেতৃত্ব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- উন্নত চাষাবাদ, উন্নত ব্যবসা, উন্নত জীবনযাপন সমবায়ের একটি পরিক্ষীত মাধ্যম।
- ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে যুক্ত করে এবং বেকারত্ব দূর করে।
- সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।
- সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার বা নিশ্চিত হয়।

বেলুন খেলা (১০ মিনিট)

সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশনের গুরুত্ব বুঝাতে একটি খেলার আয়োজন করবেন এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন (সময় ১০মিনিট)। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের একটি করে বেলুন ও একটি করে কলম সরবরাহ করবেন। সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রথমে বেলুন ফুলাতে উৎসাহিত করবেন, এরপর সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন সর্বশেষ যে বেলুনটি অক্ষত থাকবে সে এই খেলার বিজয়ী। এরফলে অংশগ্রহণকারীরা যার যার হাতের কলম দিয়ে অন্যদের বেলুন ফাটাতে চাইবে। যারফলে সর্বশেষ একটি বেলুন অক্ষত অবস্থায় থাকবে। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন সর্বশেষ যে বেলুনটি আছে সে বিজয়ী, তবে আমরা কেউ যদি কারো হাতের বেলুনটি না ফাটাতাম তাহলে আমরা সকলেই বিজয়ী হতে পারতাম।

- এরফলে অংশগ্রহণকারীরা সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে একত্রীকরণ থাকা/হওয়া কেনো প্রয়োজন তা বুঝতে পারবে।
- একা বিজয়ী হলে সেটা সকলকে নিয়ে বিজয় না, সেটা বুঝতে পারবে।
- সমবায় সমিতি তৈরি উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক মুক্তি আনা তা বুঝতে পারবে।

মূল্যায়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব :

সহায়িকা অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন তারা এই অধিবেশন থেকে কি কি বিষয় জানতে পেরেছে, ধারণা লাভ করেছে যা তাদের ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভে কাজ করবে। প্রশ্ন করুন:

- সমবায় সমিতি সম্পর্কে আমরা কি বুঝেছি?
- সমবায় সমিতি করা কেনো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ?

অধিবেশন - ০৩

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রেজিষ্টার সমূহ ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি

অধিবেশনের বিষয়:

- সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা কমিটি।
- কর্ম পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- রেজিষ্টার সমূহ ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি।

পদ্ধতি : মুক্তআলোচনা পর্ব, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তরপর্ব

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনটি প্রথমে মুক্ত আলোচনাপর্ব দিয়ে শুরু করবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সমান সংখ্যকভাবে তিনটি দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন, যাতে তারা দলগত ভাবে কাজ করতে পারে এবং অনেক বেশি ধারণা পেতে পারে। সহায়ত অংশগ্রহণকারীদের নির্ধারিত তিনটি বিষয়ে দলগত আলোচনা ও কাজ করতে বলেন। বিষয় তিনটি হল: ১) সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি বলতে কি বুঝি? ২) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজ কি? ৩) আমাদের জীবনে সমবায় সমিতির গুরুত্ব কি?

অংশগ্রহণকারীরা তাদের দলগত কাজ শেষ করার পর সহায়ক প্রত্যেক দল থেকে দুই জন কে সামনে আসতে বলবেন এবং তাদের মতামত সকলের সাথে শেয়ার করতে বলবেন। যদি কোন অংশগ্রহণকারীর তাদের মতামত বুঝতে সমস্যা হয়, তাহলে সেটা স্পষ্ট করুন। সহায়ক ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা মতামতের সাথে আরো তথ্য যোগ করতে পারেন। অধিবেশন চলাকালীন বা অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের উক্ত বিষয়ে আরো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রথমে প্রশ্ন করুন আমরা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি বলতে কি বুঝি? এরপর অংশগ্রহণকারীরা যে উত্তর প্রদান করবে প্রশিক্ষক তা নোট করবেন। প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের মতামতের সাথে মিল রেখে অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন যাতে অংশগ্রহণকারীদের উক্ত অধিবেশন বুঝতে কোন সমস্যা না হয়। এরপর প্রশিক্ষক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কে অংশগ্রহণ-কারীদের ধারণা প্রদান করুন।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি : ব্যবস্থাপনা কমিটি হল একটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো। সাধারণ অর্থে- 'কমিটি বলতে কতিপয় লোকের সমষ্টিকে বুঝায়, যাদের উপর কোন বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়'। ব্যপক অর্থে- "ব্যবস্থাপনা কমিটি হলো কোন বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যাদের উপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে প্রশাসনিক দায়িত্ব বা কোন কার্যভার অর্পণ করা হয়, যারা সমষ্টিকভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেন"।

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন প্রক্রিয়া:

সমবায় সমিতি গঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণকারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়। একই এলাকার সমমনা, সমপেশা বা সমশ্রেণীর কমপক্ষে ২০ জন উদ্যোক্তা সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। উদ্যোক্তারা প্রথমেই নিজেদের মধ্য হতে কমপক্ষে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির পদগুলো নিম্নরুপ:

- চেয়ারম্যান- ১জন।
- ভাইস চেয়ারম্যান- ১জন।
- সেক্রেটারি- ১জন।
- সাধারণ সদস্য- ৩জন (১জন কোষাধাক্ষ্য ও সাধারণ সদস্য ২জন)।

এরূপ কমিটি সমবায় সমিতির নিবন্ধনসহ গঠন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে। কমিটির প্রথম দায়িত্ব হলো একটি খসড়া উপবিধি তৈরি করা। উপবিধিতে প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে:

১. সমিতির নাম।
২. ঠিকানা ও কার্য এলাকা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম।
৩. উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা ও পদবী।
৪. সদস্য অন্তর্ভূক্তি ও অব্যহতির নিয়ম।
৫. মূলধনের পরিমাণ ও শ্রেণীবিভাগ।
৬. সমিতি পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম কানুন ইত্যাদি।

ব্যবস্থপনা কমিটির দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্মপরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

- খসড়া উপবিধি বা উপ-আইন তৈরি করা।
- নীতিমালায় গৃহিত নির্দেশনা অনুযায়ী সমিতির কার্য পরিচালনা করা।
- প্রতিমাসে অন্তত একবার মাসিক সভা করা।
- ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্দেশ্য অর্জন করা।
- বাৎসরিক বাজেট তৈরি ও অনুমোদন করা।
- ঋণ গ্রহণের নীতিমালা তৈরি ও ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।
- মেয়াদকালের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন করা।
- বাৎষরিক অডিট করানো।
- মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা এবং মাসিক সভায় উপস্থাপন করা।
- একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি কমিটি তে থাকতে পারবে না তা নিশ্চিত করা।
- সমিতির নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলা ইত্যাদি।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

সিদ্ধান্ত গ্রহণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম বিকল্প বাছাই করা হয়।

- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। ভোট যদি সমান হয় তাহলে সভার সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত ভোট প্রদান করতে পারবেন।
- সমিতিতে নতুন আইন/বিধান/নীতিমালা প্রণয়ন বা চালু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সমিতির তহবিল সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও ঋণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেগের স্থান না দেওয়া বা স্বজনপ্রীতি না দেখানো।
- সমিতির ব্যবস্থাপনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

রেজিষ্টার সমূহ ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি

সমিতির রেজিষ্টার সমূহ :

- সদস্য রেজিষ্টার।
- শেয়ার রেজিষ্টার।
- খতিয়ান বই।
- লোন রেজিষ্টার (যদি প্রযোজ্য হয়)।
- ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত রেজিষ্টার।
- ক্যাশ বহি/জমা খরচ রেজিষ্টার।
- সমিতির বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বহি/রেজিষ্টার।
- অডিট রেজিষ্টার বা আয় ব্যয় রেজিষ্টার।
- আমানত রেজিষ্টার।

হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি :

সমবায় সমিতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মিত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে হিসাবপত্র আপডেট রাখা একান্ত আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানের হিসাব যদি ঠিক না থাকে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠান টেকসহ হয় না, চুরি-কারচুপিসহ নানা অনিয়ম হবার সুযোগ থাকে। তাই সমিতির হিসাব সংরক্ষণ করা সমিতি টেকসই এবং টিকিয়ে রাখার জন্য একান্তই গুরুত্বপূর্ণ।

- সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব তৈরি করা।
- সমিতির নগদ প্রবাহের হিসাব রাখা।
- খরচের সব রশিদ একজায়গায় রাখা।
- নগদ খরচগুলোর হিসাব রাখা।
- রশিদ ও চালান পত্র সংগ্রহ এবং পার্থক্য বোঝা।
- আর্থিক বিবৃতি তৈরি করা।
- বাজেট এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি করা।
- ম্যানুয়াল (ক্যাশ রেজিষ্টার, সদস্য রেজিষ্টার, ঋণ রেজিষ্টার ইত্যাদি) পদ্ধতি অবলম্বন করা বা সফটওয়্যার ব্যবহার করা।

অধিবেশন - ০৪

সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়

অধিবেশনের বিষয় :

- সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব।
- সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়।

পদ্ধতি : আলোচনা পর্ব, প্রশ্নোত্তরপর্ব

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনটি আলোচনাপর্ব দিয়ে শুরু করবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন- সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলো কি কি হতে পারে এবং তা নিরসনের উপায় কি। অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত প্রদান করলে আপনি তাদের মতামতের পক্ষে থাকুন এবং তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিন। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে মিল রেখে নতুন কিছু তথ্য, উপাত্ত যুক্ত করে অধিবেশন পরিচালনা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যান। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন।

সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব :

সমবায় সমিতি গঠনের পর উক্ত সমিতির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের দ্বন্দ্বের তৈরি হয়। এই দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব।
- দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা নিয়ে দ্বন্দ্ব।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মতের অমিল নিয়ে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় :

সমবায় সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বে ধারণা পেয়েছি। আমরা এখন সমিতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় সম্পর্কে জানব এবং আলোচনা করব-

- নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা
- মাসিক সভার আয়োজন করা এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং গতিশীল তথ্য ব্যবস্থা।
- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধ।
- সহজ শর্তে ঋণ দান।
- কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সমিতির স্বার্থে দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় বের করা ইত্যাদি।

সমাপনী অধিবেশন

প্রশিক্ষণের জ্ঞান যাচাই এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি

এই অধিবেশনটি মূলত উক্ত প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন পর্ব। এর উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে কি কি শিখতে পারলেন, জানতে পারলেন তা যাচাই করা। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফর্ম প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদান করবেন এবং মূল্যায়ন ফর্মে যে সকল প্রশ্ন করা থাকবে তার উত্তর প্রদান করতে উৎসাহিত করবেন।

সময় পাবেন সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি:

- ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা- সমিতিটি কিভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে তার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- মূলধনের ব্যবহার- সমিতির জমাকৃত মূলধন কোন ব্যবসায়িক কাজে ব্যয় করবে, যেখান থেকে সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হবে। যেমন- মাছ চাষ, অটো ভ্যান কেনা এবং ভাড়া দেওয়া, গাভী ক্রয় ও পালন, কৃষি কাজে বিনিয়োগ ইত্যাদি।
- সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান: সমিতির সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা, যাতে তারা উন্নয়ন এবং উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করতে পারে এবং স্বাবলম্বী হতে পারে ইত্যাদি।

মূল্যায়ন প্রশ্ন:

১. আফসানা অনি সমবায় সমিতির একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সে অন্যান্য সদস্যদের না জানিয়ে তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে ঋণ প্রদান করায় সমিতিটি আর্থিক সংকটে পরে প্রায় বিলুপ্তি হবার সম্মুখীন। এখানে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে-

ক. অদক্ষতা খ. স্বজনপ্রীতি গ. দায়িত্বহীনতা ঘ. অসহযোগিতা

২. সমিতির সমস্যা দূরকরণে করণীয় হল:
১. দুর্নীতি রোধ করা
২. স্বজনপ্রীতি রোধ করা
৩. মূলধন বৃদ্ধি করা

ক) ১ ও ২ খ) ১ ও ৩ গ) ২ ও ৩ ঘ) ১, ২ ও ৩

৩. সমবায় সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য কি?
১. সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ সাধন
২. সদস্যদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নতি সাধন
৩. গণ মানুষের উন্নতি সাধন

ক) ১ ও ৩ খ) ২ ও ৩ গ) ১ ও ২ ঘ) ১, ২ ও ৩

৪. নিচের কোনটি সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য নয়?

১. আত্মনির্ভরশীলতা ২. সংঘবদ্ধ করা ৩. আর্থিক কল্যাণ সাধন ৪. মুনাফা অর্জন করা

প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন পর্ব শেষ হলে প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীদের পুনরায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমাপ্তি করবেন।

ধন্যবাদ

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

গ্রাম: কাটামারী, পো: ভেকটমারী, উপজেলা: রামপাল, জেলা: বাগেরহাট।
ফোন : +৮৮০২২২৩৩১০৭৪৬
Email: badabonsangho.bd@gmail.com
Web: www.badabonsangho.org